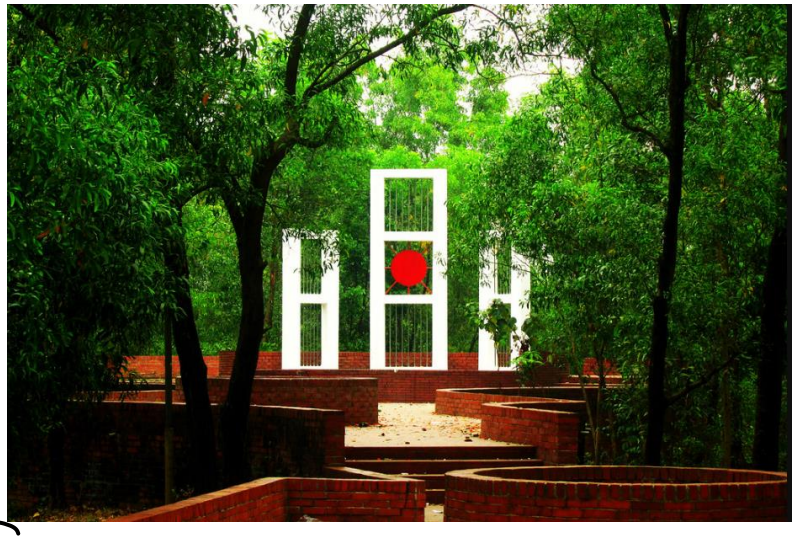

শব্দ গঠন

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

প্রশ্নঃ শব্দ গঠন বলতে কী বুঝায় ? বাংলা ভাষায় কীকী উপায়ে শব্দ গঠিত হয় ?

প্রশ্নঃ অর্থগত ভাবে বাংলা শব্দ কতপ্রকার ও কীকী? উদা সহ লিখুন।

প্রশ্নঃ সাধিত শব্দ কাকে বলে? সাধিত শব্দ গঠনের প্রকৃয়া উদা সহ ব্যাখ্যা করুন

প্রশ্নঃ দৃষ্টান্ত সহ দ্বিরুক্ত শব্দের সংজ্ঞার্থ লিখুন । প্রত্যেক প্রকার দ্বিরুক্ত শব্দের দৃষ্টান্ত সহ পরিচয় দিন।

প্রশ্নঃ অব্যয় পদ কাকে বলে ? বিভিন্ন প্রকার অব্যয়ের পরিচয় দিন।

প্রশ্নঃ সার্থক বাক্যের কয়টি গুণ থাকতে হয়? উদা সহ ব্যাখ্যা করুন।

প্রশ্নঃ গঠন অনুসারে বাক্য কতপ্রকার ও কীকী? উদা সহ লিখুন।

প্রশ্নঃ অর্থ অনুসারে বাক্য কতপ্রকার ও কীকী? উদা সহ লিখুন।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

প্রশ্নঃ শব্দ গঠন বলতে কী বুঝায় ? বাংলা ভাষায় কীকী উপায়ে শব্দ গঠিত হয় ?

শব্দ গঠন: যে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট নিয়মের মাধ্যমে নতুন নতুন শব্দ তৈরি হয়, সেই প্রক্রিয়াসমূহকেই শব্দ গঠন বলে। শব্দ গঠনের উল্লেখযোগ্য প্রক্রিয়াগুলো হলো—উপসর্গ, প্রত্যয়, বিভক্তি, দ্বিরুক্ত শব্দ , সমাস, পদাশ্রিত নির্দেশক, পদ পরিবর্তন ইত্যাদি।

শব্দ গঠনের উপায়সমূহ:

১) উপসর্গযোগে শব্দ গঠন: এই প্রক্রিয়ায় ধাতু বা শব্দের পূর্বে উপসর্গ যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে। যথা:

প্রতি+রোধ = প্রতিরোধ, উপ+শহর=উপশহর ইত্যাদি।

২। প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন: এ ক্ষেত্রে ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণত দুভাবে শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। যেমন:

(ক) কৃত্ প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন: যথা: পড়্+আ, পঠ্+অক = পাঠক ইত্যাদি।

(খ) তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন: যথা: পশ্চিম+আ=পশ্চিমা, নাম+তা=নামতা, ঢাকা+আই=ঢাকাই।

সমাসের সাহায্যে শব্দ গঠন: দুই বা ততোধিক পথ এক পদে পরিণত হয়ে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে। যথা: বছর বছর = ফি বছর। নীল যে আকাশ = নীলাকাশ, কবিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ = কবিশ্রেষ্ঠ।

৩। বিভক্তির সাহায্যে শব্দ গঠন: এ ক্ষেত্রে কতকগুলো বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি শব্দের শেষে যুক্ত হয়ে একধরনের নতুন শব্দ তৈরি করে। যেমন: কর+এ = করে, রহিম+এর=রহিমের ইত্যাদি।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

৪। দ্বিরুক্ত শব্দ বা দ্বিরাবৃত্তির মাধ্যমে: দ্বিরুক্ত শব্দ এর মাধ্যমে বাংলায় প্রচুর শব্দ তৈরি হয়। যেমন: ঠনঠন, শনশন, মোটামুটি, তাড়াতাড়ি ইত্যাদি।

৫। সমাসযোগে শব্দ গঠন- যেমন- নীল যে আকাশ = নীলাকাশ।

(৬) পদাশ্রিত নির্দেশক যোগে শব্দ গঠন- যেমন- কলম + টি = কলমটি।

(৭) পদ পরিবর্তন করে শব্দ গঠন- যেমন- সুন্দর > সৌন্দর্য।

(৮) বহুবচনের মাধ্যমে শব্দ গঠন- যেমন- পাখি + সব = পাখিসব।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

প্রশ্নঃ সাধিত শব্দ কাকে বলে? সাধিত শব্দ গঠনের প্রকৃয়া উদা সহ ব্যাখ্যা করুন

শব্দের গঠনমূলক শ্রেণীবিভাগ: গঠন অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন:

(ক) মৌলিক শব্দ ও (খ) সাধিত শব্দ।

(ক) মৌলিক শব্দ: যেসব শব্দকে ভাঙা বা বিশ্লেষণ করা যায় না এবং যার সঙ্গে কোনো প্রত্যয়, বিভক্তি বা উপসর্গ যুক্ত থাকে না, তাদের মৌলিক শব্দ বলে। উদাহরণ: মা, বাবা, গোলাপ, বই, হাত, আকাশ ইত্যাদি।

(খ) সাধিত শব্দ: মৌলিক শব্দ ও ধাতুর সঙ্গে উপসর্গ বা প্রত্যয়যোগে বা সমাসের সাহায্যে যে শব্দ গঠিত হয়, সেগুলোকে সাধিত শব্দ বলে। উদাহরণ: প্রত্যয়যোগে—মোগল+আই-মোগলাই। উপসর্গযোগে—সু+নাম = সুনাম। সমাসনিষ্পন্ন—তিন ভুবনের সমাহার = ত্রিভুবন ইত্যাদি।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

শব্দের অর্থমূলক শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

শব্দঃ অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টিকে শব্দ বলে।

অর্থগতভাবে শব্দসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা-

ক. যৌগিক শব্দ

খ. রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ

গ. যোগরূঢ় শব্দ

ক. যৌগিক শব্দ: যে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একই রকম, সেগুলোকে যৌগিক শব্দ বলে।

যেমন গায়ক = গৈ + ণক (অক) – অর্থ : গান করে যে।

কর্তব্য = কৃ + তব্য – অর্থ : যা করা উচিত।

বাবুয়ানা = বাবু + আনা – অর্থ : বাবুর ভাব।

মধুর = মধু + র –অর্থ : মধুর মতো মিষ্টি গুণযুক্ত।

দৌহিত্র = দুহিতা+ষ্ণ্য –অর্থ : কন্যার পুত্র, নাতি।

চিকামারা = চিকা+মারা –অর্থ : দেওয়ালের লিখন।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

খ. রূঢ়ি শব্দ: যে শব্দ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য কোনো বিশিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে, তাকে রূঢ়ি শব্দ বলে।

যেমন—হস্তী=হস্ত + ইন, অর্থ-হস্ত আছে যার; কিন্তু হস্তী বলতে একটি পশুকে বোঝায়।

গবেষণা (গো+এষণা) অর্থ- গরু খোঁজা। বর্তমান অর্থ ব্যাপক অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা।

গ. যোগরূঢ় শব্দ: সমাস নিষ্পন্ন যে সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোনো বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, তাদের যোগরূঢ় শব্দ বলে।

যেমন পঙ্কজ – পঙ্কে জন্মে যা (উপপদ তৎপুরুষ সমাস)। শৈবাল, শালুক, পদ্মফুল প্রভৃতি নানাবিধ উদ্ভিদ পঙ্কে জন্মে থাকে। কিন্তু 'পঙ্কজ' শব্দটি একমাত্র 'পদ্মফুল' অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তাই পঙ্কজ একটি যোগরূঢ় শব্দ।

রাজপুত – 'রাজার পুত্র' অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূঢ় শব্দ হিসেবে অর্থ হয়েছে জাতিবিশেষ।

মহাযাত্রা – মহাসমারোহে যাত্রা অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূঢ় শব্দরূপে অর্থ 'মৃত্যু'। জলধি – 'জল ধারণ করে এমন' অর্থ পরিত্যাগ করে একমাত্র 'সমুদ্র' অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

দ্বিরুক্তির মাধ্যমে শব্দ গঠন বলতে কী বুঝেন? ব্যাখ্যা করুন।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

প্রশ্নঃ বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্যের কী কী গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক?

অথবা, বাক্য বলতে কী বোঝ? একটি সার্থক বাক্য গঠনে কী কী গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

বাক্য: যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় তাকে বাক্য বলে বলে।

ডক্টর সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে, 'পরস্পর অর্থ সম্বন্ধবিশিষ্ট যে পদগুলোর দ্বারা একটি সম্পূর্ণ ধারণা বা বক্তব্য বা ভাব প্রকাশ পায়, সে পদগুলোর সমষ্টিকে বাক্য বলে।'

ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, একটি সম্পূর্ণ মনোভাব যে সমস্ত পদ দ্বারা প্রকাশ করা যায়, তাদের সমষ্টিকে বাক্য বলে।

একটি সার্থক বাক্যের গুণাবলি: ভাষার বিচারে একটি সার্থক বাক্যের নিচে তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক।

১। আকাঙ্ক্ষা, ২। আসত্তি এবং ৩। যোগ্যতা।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

আকাঙ্ক্ষা: বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা, তা-ই আকাঙ্ক্ষা।

যেমন: 'চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে—' বললে বাক্যটি সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে না, আরও কিছু শোনার ইচ্ছা হয়। বাক্যটি এভাবে পূর্ণাঙ্গ করা যায়— 'চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে'। এখানে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়েছে বলে পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

আসত্তি: বাক্যের অর্থসংগতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদ বিন্যাসই আসত্তি। মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যে শব্দগুলো এমনভাবে পরপর সাজাতে হবে যাতে মনোভাব প্রকাশ বাধাগ্রস্ত না হয়।

যেমন: কাল বিতরণী হবে উৎসব কলেজে আমাদের পুরষ্কার অনুষ্ঠিত। এখানে পদগুলোর সঠিকভাবে সন্নিবেশ না হওয়ায় বাক্যের অন্তর্নিহিত ভাবটি যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়নি। তাই এটিকে বাক্য বলা যায় না। এ ক্ষেত্রে পদগুলোকে নিচের যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করতে হবে। কাল আমাদের কলেজে পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এটি একটি আসত্তি সম্পন্ন বাক্য।

যোগ্যতা: বাক্যস্থিত পদগুলোর অন্বয়গত এবং ভাবগত মিলনবন্ধনের যোগ্যতা।

যেমন: বর্ষার বৃষ্টিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়। এটি একটি যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য। কারণ, বাক্যটিতে পদগুলোর অর্থগত এবং ভাবগত সমন্বয় রয়েছে। কিন্তু বর্ষার রৌদ্র প্লাবনের সৃষ্টি করে বললে বাক্যটি ভাব প্রকাশের যোগ্যতা হারাবে, কারণ, রৌদ্র প্লাবন সৃষ্টি করে না।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

প্রশ্নঃ অর্থানুসারে বাক্যকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

অর্থানুসারে বাক্যকে ৭টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা-

১. নির্দেশক (সদর্থক ও নঞর্থক);

২. প্রশ্নবোধক;

৩. প্রার্থনাসূচক;

৪. অনুজ্ঞাবাচক;

৫. বিস্ময়বোধক;

৬. কার্যকারণাত্মক;

৭. সংশয়বাচক বা সন্দেহবাচক।

১. নির্দেশক: যে বাক্যে সাধারণভাবে কোনো কিছু নির্দেশ করা হয় তাকে নির্দেশক বাক্য বলা হয়। নির্দেশক বাক্য আবার দু ধরনের। যথাঃ

১. সদর্থক ও ২. নঞর্থক।

অন্য ভাষায়: অস্ত্যর্থক ও নাস্ত্যর্থক। অর্থাৎ

নির্দেশক বাক্য	
সদর্থক (অস্ত্যর্থক)	নঞর্থক (নাস্ত্যর্থক)

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

উদাহরণ:

সদর্থক: প্রবল বর্ষণে মাঠ-ঘাট ডুবে গেল।

নঞর্থক: যতই বন্যা আসুক আমাদের বাড়ি ডুববে না।

সদর্থক : তাদের চুপ করে থাকার যথেষ্ট কারণ ছিল।

নঞর্থক: আমরা দীন হলেও হীন নই।

২. প্রশ্নবোধক: যে বাক্যে প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করা বোঝায় তাকে প্রশ্নবোধক বাক্য বলা হয়। যথা:

- তোমার বাড়ি কোথায়?
- আর কতদূর যেতে হবে বাবা? তোমার কি লজ্জা-শরম বলে কিছু নেই?
- তুমি কটা টাকার জন্যে লোকটাকে খুন করলে?
- তোমার কি দয়া-মায়া বলে কিছু নেই?

৩. প্রার্থনাসূচক: যে বাক্যে বক্তার কিছু প্রার্থনা বা শুভেচ্ছা বা কামনা বা যাঞ্চা প্রকাশ পায়, তাকে প্রার্থনাসূচক বাক্য বলা হয়। যথা :

"অন্ধজনে দেহ আলো, মৃত জনে দেহ প্রাণ।"– (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

'গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই,- আবার তোরা মানুষ হ।'– (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)

- গুরুদেব, দয়া কর এই দীন-হীন জনে।
- তোমাদের জীবন ফুলের মতো সুন্দর হোক।
- আলোর মতো উজ্জ্বল হোক আগামীর দিনগুলো।

৪. অনুজ্ঞাবাচক: যে বাক্যে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, নিষেধ ইত্যাদি নির্দেশ করা হয় তাকে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য বলা হয়। যথা:

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

• ওগো, আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে। – (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

• এক্ষুনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাও।

• শোন, এক কাজ কর, এখান থেকে সোজা কলকাতা চলে যাও।

• এ ঝড়বৃষ্টিতে পথে বেরিও না।

• অনুজ্ঞাবাচক বাক্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক (অর্থাৎ হাঁ-সূচক ও না-সূচক)– দুই-ই হয় । যথা :

১. সদা সত্য ও ন্যায়ে পথে থাকবে (হাঁ-সূচক/ইতিবাচক)

২. কখনও অন্যায় অসত্যকে প্রশ্রয় দিও না। (না-সূচক/নেতিবাচক)

৫. বিস্ময়বোধক : যে বাক্যে বিস্ময়, আনন্দ, হর্ষ-বিষাদ, শোক, ঘৃণা, ভয়, ক্রোধ ইত্যাদি প্রকাশ করা হয় তাকে বিস্ময়বোধক বাক্য বলে।

যথা:

• ছিঃ ছিঃ! তুমি এত নীচ।

• বাঃ বাঃ! এমন চমৎকার দৃশ্য জীবনে দেখিনি।

• আহাঃ এমন দৃশ্য জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলিব না।

• উঃ মাগোঃ এই ছিল কপালে!

• তোমার খুব সাহস তো!

৬. কার্যকারণাত্মক: যে বাক্যে একটি বাক্যের উপরে অন্য কার্য বা ঘটনা নির্ভর করে, তাকে কার্যকারণাত্মক বাক্য বলে।

তোমরা এলেই আমরা বাড়ি থেকে বেরোব।

• 'যতকাল দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল।'- (সুকান্ত ভট্টাচার্য)

• যতকাল দেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা বেশি ছিল, ততকাল সাধারণ অজ্ঞ, মূর্খ মানুষকে বেশি বেশি করে শোষণ করা যেত।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

৭. সংশয়বাচক: যে বাক্যে বক্তার সন্দেহ বা সংশয় বা সম্ভাব্যতা বা অনুমান প্রকাশ পায় তাকে সংশয়বাচক বাক্য বলা হয়। এ জাতীয় বাক্যে বোধ হয়, বুঝি, বুঝিয়া, বোধকরি, কি, হয়তো, যেন ইত্যাদি শব্দ সাধারণত যুক্ত হয়। যথা:-

- বোধ করি তিনি মনে মনে আমার প্রতি রুষ্ট হয়েছেন।
- বোধ হয় এতক্ষণে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাইরে চলে গেছেন।
- এত অত্যাচার অবিচার চলছে, এর কি কোনো প্রতিকার নেই?
- তোমরা বুঝি বারাসাতের দক্ষিণ পাড়ায় থাক?
- হয়তো তোমার ওপর অভিমান করেই সে বাড়ি ছেড়ে গেছে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

প্রশ্নঃ বাক্য বলতে কী বোঝ? গঠনগত বাক্য কত প্রকার? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

বাক্য: যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় তাকে বাক্য বলে বলে।

বাক্যের প্রকারভেদঃ

গঠনগত ভাবে বাক্য ৩ প্রকার। যথাঃ

১) সরল বাক্য

২) জটিল বাক্য

৩) যৌগিক বাক্য

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

১) সরল বাক্য

যে বাক্যে একটিমাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে।

যথা- পুকুরে পদ্মফুল জন্মে। এখানে 'পদ্মফুল' উদ্দেশ্য এবং 'জন্মে' বিধেয়। এ রকম কিছু উদাহরণ :

- বৃষ্টি হচ্ছে।
- তোমরা বাড়ি যাও।
- ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়।
- মিথ্যাবাদীকে কেউ ভালবাসে না।
- শিক্ষিত লোকেরা অত ন্ত বুদ্ধিমান।
- সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।

সরল বাক্য চেনার সহজ উপায়

- সরল বাক্যে একটিই সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। একটি সরল বাক্যে একটি বা একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া থাকতে পারে। যেমন- কেহ কহিয়া না দিলেও (অসমাপিকা ক্রিয়া) তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে (সমাপিকা ক্রিয়া)।
- সরল বাক্যে ক্রিয়াপদ উহ্য থাকতে পারে। যেমন- জ্ঞানী লোক সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।
- সরল বাক্যের ভেতরে কোন খণ্ডবাক্য বা একাধিক পূর্ণবাক্য থাকে না। যেমন- চেহারা নিষ্প্রভ হলেও তার মুখাবয়বে একটা পরিতৃপ্তির আভা ছিল।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

২) জটিল বাক্য

যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্য ও তাকে আশ্রয় ~~বা অবলম্বন~~ করে একাধিক খণ্ডবাক্য থাকে,

তাকে জটিল বা মিশ্র বাক্য বলে। যেমনঃ

- যে পরিশ্রম করে, সে-ই সুখ লাভ করে। (প্রথম অংশটি আশ্রিত খণ্ডবাক্য, দ্বিতীয়টি প্রধান খণ্ডবাক্য)
- যত পড়বে,/ তত শিখবে,/ তত ভুলবে। (প্রথম দুটি অংশ আশ্রিত খণ্ডবাক্য শেষ অংশটি প্রধান খণ্ডবাক্য)
- সে যে অপরাধ করেছে তা মুখ দেখেই বুঝেছি
- যিনি পরের উপকার করেন তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে

জটিল বা মিশ্র বাক্য চেনার সহজ উপায়

- জটিল বা মিশ্র বাকে একাধিক খণ্ডবাক্য থাকে। এদের মধ্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্য এবং অন্যগুলো সেই বাক্যের উপর নির্ভর করে। যেমনঃ যেহেতু তুমি বেশি নম্বর পেয়েছ, সুতরাং তুমি প্রথম হবে।
- অধিকাংশ জটিল বাক্যে প্রতিটি খণ্ডবাক্য এর পর কমা (,) থাকে। যথা- যিনি পরের উপকার করেন, তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে।
- জটিল বাক্যের সাপেক্ষ সর্বনাম ও নিত্য সম্বন্ধীয় যোজক যোগ করতে হয়। যথা-

সাপেক্ষ সর্বনাম : যে....সে, যা....তা, যিনি....তিনি, যারা.... তারা। যেমনঃ যিনি বিদ্বান, তিনি সর্বত্র আদরণীয়।

নিত্য সম্বন্ধীয় যোজক: যখন.... তখন, যেমন.... তেমন, বরং.... তবু, যেইনা....অমনি, যেহেতু....সেহেতু/সেজন¨। যেমনঃযখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

৩) যৌগিক বাক্য

একাধিক সরল বাক্য কোন অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হয়ে একটি বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমনঃ

- তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি। (সরল বাক্য দুটি- তার বয়স হয়েছে, তার বুদ্ধি হয়নি)
- সে খুব শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান। (সরল বাক্য দুটি- সে খুব শক্তিশালী, সে খুব বুদ্ধিমান)
- ধনীদের ধন আছে, কিন্তু তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।
- বুঝে শুনে উত্তর দাও নতুবা ভুল হবে।
- এতক্ষণ অপেক্ষা করলাম কিন্তু গাড়ি পেলাম না।
- সে আসতে চায়, তথাপি আসতে পারে না।
- তাঁর বুদ্ধি হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি পাকেনি।
- সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।

যৌগিক বাক্য চেনার সহজ উপায়

যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত নিরপেক্ষ বাক্যগুলো আর, এবং, ও, বা, কিন্তু, অথবা, অথচ, কিংবা, বরং, তথাপি, তবে, তবে কি না, নতুবা, তবু, হয়..নয়, হয়.. না হয়, কেন..না, তত্রাচ, অপিচ প্রভৃতি অব্যয় যোগে সংযুক্ত বা সমন্বিত থাকে। তবে কোন অব্যয় ছাড়াও দুটি সরল বাক্য

একসঙ্গে হয়ে যৌগিক বাক্য গঠন করতে পারে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

বাক্য রূপান্তর

বাক্যের অর্থ পরিবর্তন না করে বাক্যের প্রকাশভঙ্গি বা গঠনরীতিতে পরিবর্তন করাকেই বাক্য রূপান্তর বলা হয়।

- **সরল থেকে জটিল বাক্যে রূপান্তর:**

সরল বাক্যের কোন একটি অংশকে সম্প্রসারিত করে একটি খন্ডবাক্যে রূপান্তরিত

করতে হয় এবং তার খণ্ডবাক্যটির সঙ্গে মূল বাক্যের সংযোগ করতে উপরোক্ত সাপেক্ষ সর্বনাম বা সাপেক্ষ অব্যয়গুলোর কোনটি ব্যবহার করতে হয়। যেমনঃ

সরল বাক্য: ভাল ছেলেরা কম্পিউটারে বসেও ইন্টারনেটে পড়াশুনা করে।

জটিল বাক্য: যারা ভাল ছেলে, তারা কম্পিউটারে বসেও ইন্টারনেটে পড়াশুনা করে।

সরল বাক্য: ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও।

জটিল বাক্য: যে ভিক্ষা চায়, তাকে ভিক্ষা দাও।

সরল বাক্য: পড়া শোনা করলে চিন্তা কী?

জটিল বাক্য: যে পড়া শোনা করে, তার চিন্তা কী?

সরল বাক্য: অন্ধকে আলো দাও।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

জটিল বাক্য যে অন্ধ, তাকে আলো দাও।

সরল বাক্য তোমার কথা আজীবন মনে থাকবে।

জটিল বাক্য যতদিন জীবিত থাকব, ততদিন তোমার কথা মনে থাকবে।

- **জটিল থেকে সরল বাক্যে রূপান্তর:**

জটিল বাক্যটির অপ্রধান/ আশ্রিত খণ্ডবাক্যটিকে একটি শব্দ বা শব্দাংশে পরিণত

করে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হয়। যেমন:

জটিল বাক্য: যত দিন বেঁচে থাকব, এ কথা মনে রাখব।

- সরল বাক্য: আজীবন এ কথা মনে রাখব।

জটিল বাক্য: যদি দোষ স্বীকার কর তাহলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না।

- দোষ স্বীকার করলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না।

যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে।

- সরল বাক্য: বুদ্ধিহীনরাই এ কথা বিশ্বাস করবে।

জটিল বাক্য: যদি কথা রাখেন, তাহলে আপনাকে বলতে পারি।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

- সরল বাক্য: কথা রাখলে আপনাকে বলতে পারি।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

সরল থেকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর:

সরল বাক্যের কোন অংশকে সম্প্রসারিত করে একটি পূর্ণ বাক্যে রূপান্তরিত করতে হয় এবং পূর্ণ বাক্যটির সঙ্গে মূল বাক্যের সংযোগ করতে উপরোক্ত অব্যয়গুলো ব্যবহার করতে হবে। যেমনঃ

- সরল বাক্য: দোষ স্বীকার করলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না

যৌগিক বাক্য: দোষ স্বীকার কর, তাহলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না। (এক্ষেত্রে 'তাহলে' অব্যয়টি ব্যবহার না করলেও চলতো)

সরল বাক্য: আমি বহু কষ্টে শিক্ষা লাভ করেছি।

যৌগিক বাক্য: আমি বহু কষ্ট করেছি এবং/ ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।

সরল বাক্য: পরিশ্রম করলে ফল পাবে।

যৌগিক বাক্য: পরিশ্রম করবে এবং ফল পাবে।

সরল বাক্য: মিথ্যা কথা বলে বিপদে পড়েছ।

যৌগিক বাক্য: মিথ্যা কথা বলেছ, তাই বিপদে পড়েছ।

- **যৌগক থেকে সরল বাক্যে রূপান্তর:**

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

যৌগিক বাক্যে একাধিক সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। অন্যদিকে সরল বাক্যে একটিই

সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। তাই যৌগিক বাক্যের একটি সমাপিকা ক্রিয়াকে অপরিবর্তিত রেখে বাকিগুলোকে সমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করতে হবে। যৌগিক বাক্যে একাধিক পূর্ণ বাক্য থাকে এবং তাদের সংযোগ করার জন্য একটি অব্যয় পদ থাকে। সেই অব্যয়টি বাদ দিতে হবে। যেমনঃ

যৌগিক বাক্য: তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি। (সমাপিকা ক্রিয়া হয়েছে, হয়নি)

সরল বাক্য: তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি। (‘ হয়েছে ’ সমাপিকা ক্রিয়াকে ‘ হলেও অসমাপিকা ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করা

হয়েছে)

যৌগিক বাক্য: মেঘ গর্জন করে, তবে ময়ূর নৃত্য করে। (সমাপিকা ক্রিয়া-করে ও করে)

সরল বাক্য: মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে। (‘ করে ’ সমাপিকা ক্রিয়াকে ‘ করলে ’ অসমাপিকা ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করা

হয়েছে)

যৌগিক বাক্য: সত্য কথা বলি নি, তাই বিপদে পড়েছি।

সরল বাক্য: সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।

যৌগিক বাক্য: তিনি ধনী ছিলেন কিন্তু সুখী ছিলেন না।

সরল বাক্য: তিনি ধনী হলেও সুখী ছিলেন না।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

- **জটিল থেকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর:**

জটিল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে এই খণ্ডবাক্যগুলোর পরস্পর নির্ভরতা মুছে দিয়ে স্বাধীন করে দিতে হবে। এজন্য সাপেক্ষ সর্বনাম বা অব্যয়গুলো তুলে দিয়ে যৌগিক বাক্যে ব্যবহৃত অব্যয়গুলোর মধ্যে উপযুক্ত অব্যয়টি বসাতে হবে। পাশাপাশি ক্রিয়াপদের গঠনের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। যেমন

জটিল বাক্য: যদি সে কাল আসে, তাহলে আমি যাব।

যৌগিক বাক্য: সে কাল আসবে এবং আমি যাব।

জটিল বাক্য: যদিও তাঁর টাকা আছে, তবুও তিনি দান করেন না।

যৌগিক বাক্য: তাঁর টাকা আছে, কিন্তু তিনি দান করেন না

জটিল বাক্য: যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।

যৌগিক বাক্য: বিপদ এবং দুঃখ এক সময়ে আসে।

জটিল বাক্য: সে যেমন কৃপণ তেমন চালাক।

যৌগিক বাক্য: সে কৃপণ ও চালাক।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

- **যৌগিক থেকে জটিল বাক্যে রূপান্তর:** যৌগিক বাক্যে দুইটি পূর্ণ বাক্য কোন অব্যয়ের দ্বারা যুক্ত থাকে। এই অব্যয়টি তুলে দিয়ে সাপেক্ষ সর্বনাম বা অব্যয়ের প্রথমটি প্রথম বাক্যের পূর্বে ও দ্বিতীয়টি দ্বিতীয় বাক্যের পূর্বে বসালেই জটিল বাক্যে রূপান্তরিত হবে। যেমনঃ

যৌগিক বাক্য: দোষ স্বীকার কর, তোমাকে কোন শাস্তি দেব না।

জটিল বাক্য: যদি দোষ স্বীকার কর, তাহলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না।

যৌগিক বাক্য: তিনি অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু তার হৃদয় অত্যন্ত মহৎ।

জটিল বাক্য: যদিও তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, তবুও তার হৃদয় অত্যন্ত মহৎ।

যৌগিক বাক্য: এ গ্রামে একটি দরগাহ আছে, সেটি পাঠানযুগে নির্মিত।

জটিল বাক্য: এ গ্রামে যে দরগাহটি আছে, সেটি পাঠানযুগে নির্মিত।

যৌগিক বাক্য: তুমি বেশি নম্বর পেয়েছ সুতরাং তুমি প্রথম হবে।

জটিল বাক্য: যেহেতু তুমি বেশি নম্বর পেয়েছ সেহেতু তুমি প্রথম হবে।

যৌগিক বাক্য: শিশিরের বয়স যথাসময়ে ষোল হইল, কিন্তু সেটা স্বভাবের ষোলো।

জটিল বাক্য: যদিও শিশিরের বয়স ষোলো তথাপি সেটা স্বভাবের ষোল।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাক্য রূপান্তরঃ

সরল বাক্য তার বয়স বাড়লেও বুদ্ধি বাড়েনি।

জটিল বাক্য: যদিও তার বয়স বেড়েছে, তথাপি বুদ্ধি বাড়েনি ।

যৌগিক বাক্যঃ তার বয়স বেড়েছে কিন্তু বুদ্ধি বাড়েনি।

সরল বাক্য: দরিদ্র হলেও তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।

জটিল বাক্য: যদিও তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, তথাপি তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।

যৌগিক বাক্য: তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।

সরল বাক্য: দোষ স্বীকার করলে তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না।

জটিল বাক্য: যদি দোষ স্বীকার কর, তাহলে তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না।

যৌগিক বাক্য: দোষ স্বীকার কর, তবে তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না।

সরল বাক্য: কাল সে আসলে আমি যাব।

জটিল বাক্য: যদি সে কাল আসে, তাহলে আমি যাব।

যৌগিক বাক্য: সে কাল আসবে এবং আমি যাব।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

সরল বাক্য: মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে।

জটিল বাক্য: যদি মেঘ গর্জন করে, তাহলে ময়ূর নৃত্য করে।

যৌগিক বাক্য; মেঘ গর্জন করে, তবে ময়ূর নৃত্য করে।

সরল বাক্য: মিথ্য কথা বলার জন্য তোমার পাপ হবে।

জটিল বাক্য: যেহেতু তুমি মিথ্যা বলেছ, সেহেতু তোমার পাপ হবে।

যৌগিক বাক্য: তুমি মিথ্যা বলেছ, সুতরাং তোমার পাপ হবে।

সরল বাক্য: সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।

জটিল বাক্য: যেহেতু আমি সত্য কথা বলিনি, সেহেতু আমি বিপদে পড়েছি।

যৌগিক বাক্য: সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।

সরল বাক্য: সে পরিশ্রমী হলেও নির্বোধ।

জটিল বাক্য: যদিও সে পরিশ্রমী তথাপি নির্বোধ।

যৌগিক বাক্য: সে পরিশ্রমী বটে, কিন্তু নির্বোধ।

সরল বাক্য: পড়াশুনা করলে জীবনে উন্নতি করতে পারবে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

জটিল বাক্য: যদি পড়াশুনা কর, তাহলে জীবনে উন্নতি করতে পারবে।

যৌগিক বাক্য: পড়াশুনা কর, তবে জীবনে উন্নতি করতে পারবে।

সরল বাক্য: লোভ পরিত্যাগ করলে তুমি সুখে থাকবে।

জটিল বাক্য: যদি লোভ পরিত্যাগ কর, তাহলে সুখে থাকবে।

যৌগিক বাক্য: লোভ পরিত্যাগ কর, তুমি সুখে থাকবে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE